প্রিয়জনের মৃত্যু

আদিপুস্তক ২৩.১-২০ পদ

নিজের স্বামী অথবা স্ত্রীকে কবর দেওয়া কত কষ্টের! কিন্তু আমরা একে অস্বীকার করতে পারি না। স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে কে প্রথমে এই পৃথিবী ত্যাগ করবে, তা আমরা জানি না। তাই, আমাদের প্রত্যেকের উচিৎ, এই দিনের জন্য প্রস্তুত থাকা। আদিপুস্তক ২৩ অধ্যায়ে, আমরা সারার মৃত্যুতে অব্রাহামকে কাঁদতে দেখছি। কিন্তু অব্রাহাম নিজের স্ত্রীর মৃত্যুতে কেবল কাঁদেনি। একজন বিশ্বাসী হিসাবে প্রিয়জনের মৃত্যুকে আমরা কীভাবে গ্রহণ করব, তা অব্রাহাম আমাদের কাছে তুলে ধরেছে। এই অধ্যায়ে, সারার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে অব্রাহামের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা বিশ্বাসীর মৃত্যুকে অবিশ্বাসীর মৃত্যু থেকে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে দেখার সুযোগ পেয়েছি।

২৩.১-২ পদে বলা হয়েছে যে, ১২৭ বৎসর বয়সে সারা কনান দেশের কিরিয়থবের্ব অর্থাৎ হিব্রোণে মারা গেল এবং সারার মৃত্যুতে অব্রাহাম শোক করল ও কাঁদল। সমগ্র বাইবেলে, সারাই একমাত্র স্ত্রীলোক, যার মৃত্যুর সময় বয়সের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সারার মৃত্যু হয় ১২৭ বৎসর বয়সে, তখন ইস্হাকের বয়স ৩৭ বৎসর। এখন, ইস্হাকের বয়স যখন ১৭-২০ বৎসর ছিল, তখন যদি অব্রাহামের জীবনে সেই মহাপরীক্ষা ঘটে থাকে (২২ অধ্যায়);তাহলে ২২ ও ২৩ অধ্যায়ের মধ্যে ১৭-২০ বৎসর কেটে গেছে। এই দীর্ঘ সময়ে কনানের মাটিতে অব্রাহামের যাযাবর জীবন অব্রাহামকে বিভিন্ন স্থানে তাঁবু ফেলতে বাধ্য করেছে। সারার মৃত্যুর সময় অব্রাহাম বের-শেবা (২২.১৯) ত্যাগ করে হিব্রোণে বসবাস করছিল। আমরা স্মরণ করতে পারি, অব্রাহাম এখানেই, মোরির এলোন বৃক্ষের কাছে প্রথম কনান দেশে প্রবেশ করেছিল (১২.৬) । এখানেই সারার মৃত্যু হয়।

তখনকার দিনের রীতি অনুসারে, মৃত সারার দেহকে একটা তাম্বুর মধ্যে রাখা হয়েছিল, যেখানে অন্য কিছু ছিল না। অব্রাহাম একাকী সেই তাম্বুর মধ্যে প্রবেশ করে এবং সেখানে সে দুঃখ করে ও কাঁদে। অব্রাহামের জীবনে নিজের স্ত্রীর মৃত্যুর এই ঘটনা তার জীবনে অন্যান্য সমস্ত ঘটনা থেকে পৃথক। এর আগে আমরা, অব্রাহামের জীবনে বিভিন্ন মর্মভেদী ঘটনাকে দেখেছি;কিন্তু সেই সমস্ত ঘটনার প্রেক্ষিতে আমরা অব্রাহামকে কখনও কাঁদতে দেখিনি। লোট যখন তাকে ত্যাগ করেছিল, তখন অব্রাহাম অবশ্যই দুঃখিত হয়েছিল; ইশ্মায়েলকে যখন তার মার সঙ্গে দূর করে দেওয়া হয়েছিল, তখন অব্রাহাম খুব অসন্তুষ্ট হয়েছিল; মোরিয় দেশের পাহাড়ে যখন নিজের হাতে পুত্র ইস্হাককে বলি দিতে অব্রাহাম উপস্থিত হয়েছিল, তখন তার হৃদয় অন্দোলিত হয়েছিল। তথাপি, আমরা অব্রাহামকে কখনও কাঁদতে দেখিনি। কেবলমাত্র তার স্ত্রীর মৃত্যুতে আমরা অব্রাহামকে কাঁদতে দেখছি। এর দ্বারা তার স্ত্রীর মৃত্যুতে অব্রাহামের দুঃখের গভীরতা ও সারার প্রতি তার ভালোবাসার গভীরতা প্রকাশ পেয়েছে।

অব্রাহাম যখন তার স্ত্রীর মৃতদেহের পাশে দাঁড়িয়েছিল, তখন তার মনের পরিস্থিতি কেমন ছিল? আমরা সহজেই উপলব্ধি করতে পারি যে, অব্রাহাম তার অতীতের স্মৃতির পাতা থেকে সারার কথা স্মরণ করেছিল। পরমা সুন্দরী যুবতী সারার মুখ অব্রাহামের মনে পড়েছিল, যাকে সে ভালোবেসে বিয়ে করেছিল। যুবক-যুবতীদের মধ্যে ভালোবাসার কাহিনী আজ যেমন;৪,০০০ বৎসর আগেও ঠিক তেমনই ছিল। আজ বৃদ্ধ অব্রাহাম ভালোবাসার সেই মনোরম দিনগুলোকে স্মরণ করছে। এ সেই সারা, যে স্বেচ্ছায় স্বামীর কথায় ঈশ্বরের আহ্বাণে বিশ্বাস করে অজানা দেশের উদ্দেশে পাড়ি দিয়েছিল;স্বামীর কথা শুনে নিজের ঘর, পরিবার ও বন্ধু দের সে ত্যাগ করেছিল;সুদীর্ঘ জীবনের বিভিন্ন চড়াই-উৎরাই স্বামীর সঙ্গে সে ভাগ করে নিয়েছিল। অব্রাহামের হৃদয় সারার জন্য কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হয়েছিল।

সেদিন অব্রাহামের হৃদয় সারার জন্য কেঁদেছিল, সারার প্রতি নিজের আচরণকে স্মরণ করে অব্রাহাম লজ্জিতও হয়েছিল। অব্রাহাম সেদিন স্মরণ করেছিল) মিসররাজ ও

অবিমেলকের কাছে অর্ধেক সত্য কাহিনী বলে অব্রাহাম কীভাবে সারাকে বিপদের মধ্যে ফেলেছিল; দীর্ঘকালের বন্ধ্যত্ব সারাকে কীভাবে কষ্ট দিয়েছিল, যা তাকে নিজের স্বামীর সঙ্গে দাসীর বিয়েকে বাস্তবায়িত করতেও দ্বিধাগ্রস্ত করেনি। অব্রাহাম আরও স্মরণ করেছিল) বৃদ্ধা সারা ইস্হাককে কোলে পেয়ে কত আনন্দিত হয়েছিল। সুখ-দুঃখের অতীতকে স্মরণ করে অব্রাহাম তার চোখের জলকে ধরে রাখতে পারেনি। কারণ এতকাল এই সমস্ত সুখ ও দুঃখের মাঝে অব্রাহাম তার যে পরমা সুন্দরী স্ত্রীকে পাশে পেয়েছিল, সে অব্রাহামকে ছেড়ে চলে গেছে। তাই, অব্রাহাম কাঁদছে।

প্রিয়জনের মৃত্যুতে চোখের জল ফেলার মধ্যে দোষের কিছু নেই। চোখের জল আমাদের দূর্বলতা বা দূবল বিশ্বাসের প্রকাশ নয়; চোখের জলের দ্বারা আমরা আমাদের হৃদয়ের ব্যথার উপশম পাই, এর দ্বারা আমরা আমাদের প্রিয়জনের প্রতি আমাদের ভালোবাসা, অনুরাগ ও সম্মান প্রদর্শণ করে থাকি। কিন্তু আমরা যেন প্রিয়জনের মৃত্যুতে অবিশ্বাসীদের ন্যায় দুঃখে এতখানি ভেঙ্গে না পড়ি যে, নাওয়া-খাওয়া ভুলে গিয়ে বেঁচে থাকার উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্যকে অবহেলা করি।

আমাদের বিশ্বাসের পূর্বপুরুষ অব্রাহাম এ বিষয়ে আমাদের সুন্দর আদর্শ দেখিয়েছেন। ৩ পদে বলা হয়েছে, অব্রাহাম নিজের দায়িত্বকে স্মরণ করে সারার মৃতদেহের সামনে থেকে উঠে সেই মৃতদেহকে কবরস্থ করার জন্য সমস্ত ব্যবস্থা করল। অব্রাহাম নিজে নিজেই উঠেছিল, তাকে অন্যের সাহায্য গ্রহণ করতে হয়নি। এমন চড়ম মুহূর্তেও অব্রাহাম দুঃখে বিহ্বলিত না হয়ে, নিজের দায়িত্ব স্মরণ করে বিশ্বাসে অগ্রসর হয়েছে। স্ত্রীর মৃত্যুতে অব্রাহাম অবশ্যই দারুন দুঃখ পেয়েছিল, তার হৃদয় বিদীর্ন হয়েছিল, চোখের জল ফেলতে সে বাধ্য হয়েছিল; কিন্তু সে জীবনের আশা ত্যাগ করেনি, তার জীবনের লক্ষ্যকে ভুলে যায়নি। তার জীবনে প্রথম ও প্রধান কে, তা অব্রাহাম ভালো করে জানত।

এর থেকে আমরা উপলব্ধি করি যে, অব্রাহামের জীবনে এই সময় যদিও মৃত্যুর কালো ছায়া নেমে এসেছিল; কিন্তু অব্রাহাম উপলব্ধি করেছিল যে, কোথাও নিশ্চয়ই কোনও আলো আছে। কারণ, আলোকে বাদ দিয়ে কখনও ছায়া তৈরী হতে পারে না। আমরা নিজেরাই অনেক সময় আলোর দিকে পিঠ দেখিয়ে নিজেদের ছায়ার মধ্যে আনি। কিন্তু আমরা যদি অব্রাহামের মতো আলোর দিকে পিঠ করা নয়, কিন্তু আলোর দিকে তাকাই, তাহলে ছায়ার পরিবর্তে আমরা আলোর সন্ধান পাই। অব্রাহাম সেদিন সেই আলো দেখতে পেয়েছিল, যা এমন নগর থেকে বিচ্ছুরিত হয়, *"যার স্থাপনকর্তা ও নির্মাতা স্বয়ং ঈশ্বর"* (ইব্রীয় ১১.৮-১০)। অব্রাহাম সেদিন উপলব্ধি করেছিল যে, *"ভক্তের হয় না মরণ, ঠিকানার হয় পরিবর্তন।"* তাই অব্রাহাম হেতের সন্তানদের কাছে বিশ্বাসের স্বীকারোক্তি করে বলেছিল, *"আমি আপনাদের মধ্যে বিদেশী ও প্রবাসী"* (৪ পদ)। বিশ্বাসীর জন্য ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা কেবল এই পৃথিবীর মাটিতেই সীমাবদ্ধ নয়। অব্রাহাম তা জানে ও বিশ্বাস করে; তাই সে *"আরও উত্তম দেশ, অর্থাৎ স্বর্গীয় দেশের আকাঙক্ষা করছে, . . . যে স্বয়ং ঈশ্বর তাদের জন্য এক নগর প্রস্তুত করেছেন"* (ইব্রীয় ১১.১৬)। অব্রাহাম সেই ঈশ্বরে বিশ্বাস করেছে, তাঁর মহান প্রতিজ্ঞায় বিশ্বাস করেছে। প্রতিজ্ঞার সন্তানের (যীশু খ্রীস্ট) দ্বারা ঈশ্বর যে তাঁর বিশ্বাসীদের উদ্ধার করতে চলেছেন, তা অব্রাহাম বিশ্বাস করে। অব্রাহাম বিশ্বাস করে যে তিনি তাঁর বিশ্বাসীদের সেই প্রতিজ্ঞার দেশ, অর্থাৎ স্বর্গীয় দেশ দেবেন, যা অনন্তকাল স্থায়ী।

বিশ্বাসী আমরা কখনও আমাদের প্রিয়জনের মৃত্যুতে দিশেহারা হব না। তাদের হারিয়ে আমরা অবশ্যই দুঃখিত হব, ঠিক কথা; কিন্তু আমরা যেন কখনও ঈশ্বর প্রতিজ্ঞাত আশা না হারাই। মৃত্যুতে বিশ্বাসী আমাদের প্রত্যাশা আছে যে, আমরা আমাদের মৃত্যুতে তৎক্ষণাৎ খ্রীস্টের কাছে যাব (ফিলিপীয় ১.২৩); খ্রীস্টের দ্বিতীয় আগমনের দিন আমরা আমাদের প্রিয়জনদের সঙ্গে একসঙ্গে প্রভুর সঙ্গে মিলিত হব (১ থিষলনীকীয় ৪.১৬-১৮); আমরা খ্রীস্টের সমরূপ হব (১ যোহন ৩.২); খ্রীস্ট আমাদের জন্য যে গৃহ প্রস্তুত করছেন, তিনি নিজে আমাদের সেখানে নিয়ে যাবেন (যোহন ১৪.৩); আমরা পুনরুত্থানের শরীরের অধিকারী হব, যা নিঁখুত, অক্ষয় ও অমর (১ করিন্থিয় ১৫.৫১-৫৩) ; আমাদের সমস্ত চোখের জল, মৃত্যু, শোক, ব্যথা বা

আর্তনাদ অনন্তকালের জন্য দূরীকৃত হবে (প্রকাশিত বাক্য ২১.৪);আমরা নতুন আকাশ ও নতুন পৃথিবীর অধিকারী হব (২ পিতর ৩.১৩; প্রকা ২১.১; যিশাইয় ৬৫.১৭; ৬৬.২২)। অব্রাহামের স্বীকারোক্তির ন্যায়, বিশ্বাসী আমরা প্রত্যেকেই এই পৃথিবীর মাটিতে বিদেশী ও প্রবাসী, আমাদের অনন্তকালীন বাসস্থান স্বর্গে, যেখানে আমাদের জন্য খ্রীস্ট স্থান প্রস্তুত করছেন। আমাদের স্থায়ী বাসস্থান এই পৃথিবী নয়। তাই, বিশ্বাসী আমরা আমাদের প্রিয়জনের মৃত্যুতে দিশেহারা হই না;পরিবর্তে আমরা যে বিশ্বাসে দৃঢ় প্রত্যয়ী হই, তা হল, মৃত্যুতে আমাদের প্রিয়জন সঠিক ব্যক্তির কাছে, সঠিক স্থানে পৌঁছেছে। কেবল তাই নয়, বিশ্বাসী আমরাও আমাদের মৃত্যুতে সেখানে যাব এবং খ্রীস্টের দ্বিতীয় আগমনের দ্বারা সেই স্বর্গীয় দেশের অনন্তকালীন অধিকার লাভ করব।

৫-২০ পদে সারার দেহ কবর দেবার জন্য যে ক্ষেত্রের প্রয়োজন ছিল, তা অব্রাহাম কীভাবে ক্রয় করল ও সেই ক্ষেত্রের মক্‌পেলা গুহাতে অব্রাহাম কীভাবে স্ত্রীর মৃতদেহকে কবরস্থ করল, তার বিস্তৃত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। আজও যদি আমরা ইস্রায়েলে যাই, তাহলে এই গুহা পরিদর্শন করতে পারব। এখানেই সারা ও অব্রহামকে কবরস্থ করা হয়;যাকোব ও লেয়াও এখানে কবরস্থ হয়।

অব্রাহাম ও হেতের সন্তানদের মধ্যে কথোপকথনের মধ্যে বিশ্বাসী অব্রাহামের প্রতি অবিশ্বাসী হেতের সন্তানদের সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে। তারা অব্রাহামকে *"ঈশ্বরনিযুক্ত রাজার"* সঙ্গে তুলনা করেছে। এর থেকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে, অব্রাহাম তার প্রতিবেশিদের কাছে সত্য বিশ্বাসীর সাক্ষ্য রাখতে সক্ষম হয়েছিল। অব্রাহাম সেই দেশে প্রথমে একজন বিদেশী পরিব্রাজক হয়ে এসেছিল;তাই সে দেশের প্রত্যেকেই তাকে একজন যাযাবর হিসাবে দেখেছিল। অতএব, একথা অনস্বীকার্য যে, তাদের মাঝে দীর্ঘকাল বসবাসের দ্বারা অব্রাহাম এমন ভাবমূর্তি তুলে ধরতে পেরেছিল যে, তারা অব্রাহামকে ঈশ্বরের রাজা বলে সম্মানিত করেছিল;কেবল তাই নয়, সারার মৃতদেহকে কবর দেবার জন্য তারা সবাই তাদের নিজেদের কবর দিতেও প্রস্তুত ছিল।

কিন্তু অব্রাহাম সারাকে কবর দেবার জন্য তার অভীষ্ট ক্ষেত্র (যার মধ্যে মক্‌পেলা গুহা আছে) অবিশ্বাসী ইফ্রোণের কাছ থেকে বিনা পয়সায় নেয়নি। এর আগেও আমরা দেখেছি, অব্রাহাম সদোমের রাজার কাছ থেকে এক গাছি সূতা বা পাদুকার বন্ধনীও নিতে অস্বীকার করেছিল (১৪.২৩)। অব্রাহাম জানে যে, সে নিজে যে প্রতিজ্ঞাত দেশের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেছে, তা কেবল ঈশ্বরই তাকে দিতে পারেন;তা পেতে কোনও মানুষের সাহায্যের প্রয়োজন নেই। ইব্রীয় পুস্তকের লেখক স্পষ্ঠ করে লিখেছেন, আমাদের বিশ্বাসের পূর্বপুরুষ *"সকলে মরলেন;তারা কেউই প্রতিজ্ঞাকলাপের ফল প্রাপ্ত হয়নি, কিন্তু দূর থেকে তা দেখে সাদর সম্ভাষণ করেছিল এবং নিজেরা যে পৃথিবীতে বিদেশী ও প্রবাসী, তা স্বীকার করেছিল"* (ইব্রীয় ১১.১৩)।

অব্রাহাম শেষপর্যন্ত, এই পৃথিবীর মাটিতে কেবল তার স্ত্রীকে কবর দেবার একটি ক্ষেত্রের অধিকারী ছিল। মৃত্যুতে আমরা এই পৃথিবীর সমস্ত বিষয়ই হারাই। এখন আমাদের জীবনাবসান যদি এমন নিরাশার হত, তাহলে তা খুবই কষ্টের ও যন্ত্রণার হত। কিন্তু বিশ্বাসীর জীবনাবসা এমন নিরাশার নয়। পরিবর্তে, বিশ্বাসীদের পক্ষে শাস্ত্র শিক্ষা দেয় যে, *"তারা মেষের ও ছাগের চামড়া পড়ে বেড়াতেন, দীনহীন, ক্লিষ্ট, উপদ্রুত হতেন। এই জগৎ যাদের যোগ্য ছিল না, তারা প্রান্তরে প্রান্তরে, পাহাড়ে পাহাড়ে, গুহায় গুহায় ও পৃথিবীর গহ্বরে গহ্বরে ভ্রমণ করতেন"* (ইব্রীয় ১১.৩৭-৩৮)। তথাপি, ঈশ্বর তাদের জন্য মহান ও বিস্ময়কর ভবিষ্যৎ প্রস্তুত করে রেখেছেন। এই প্রত্যাশা কেবল অব্রাহাম বা বিশ্বাসের অন্যান্য সাক্ষীমেঘদের জন্য নয়, প্রত্যেক বিশ্বাসীর জন্য প্রযোজ্য। তাই, আসুন, আমরা *"ঊর্দ্ধস্থ বিষয় ভাবি, পৃথিবীস্থ বিষয় ভাবি না"* (কলসীয় ৩.১-২)।